১২-০২-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের দায়িত্ব হলো একে অপরকে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সা স্মরণ করিয়ে দিয়ে সাবধান করা, এতেই সকলের কল্যাণ নিহিত আছে ।"

প্রশ্ন :- তোমরা বাচ্চারা কি এমন গুহ্য রহস্য বুঝতে পারো যা বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারে না ?

উত্তর -- তোমরা এখন বুঝতে পারো যে আত্মা হলো এক অতি সূক্ষ্ম তারা, এতেই সমস্ত সংস্কার ভরপুর হয়ে আছে । আত্মাই তার শরীরের দ্বারা নিজের নিজের অভিনয় করে চলেছে । শরীর হলো জড় আর আত্মা চৈতন্য । এমনই পরমাত্মাও হলেন স্টার, তাঁরমধ্যেই সমস্ত জ্ঞান । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সত্ এবং চৈতন্য । তিনি কখনোই হাজার সূর্যের থেকে তেজোময় নন । এই গুহ্য রহস্য তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো । বিজ্ঞানীরা এই কথা বুঝতে পারে না । তোমাদের সকলকেই প্রথমে আত্মা আর পরমাত্মার পরিচয় দিতে হবে ।

গীত -- মাতা .....ও মাতা, তুমি সবার ভাগ্যবিধাতা .....

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বলছেন, বাচ্চারা স্বদর্শন চক্রধারী ভব । এইকথা বলে বাবা বাচ্চাদের সাবধান করছেন । বাচ্চাদেরও একজন অন্যজনকে সাবধান করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলে চট্ করে এই নেশা চড়ে যায় । স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য একজন অন্যজনকে সাবধান করতে হবে । যেমন একসাথে মিলিত হলে মানুষ নমস্কারের আদান প্রদান করে, ঠিক তেমন । কিন্তু এতে কোনো কল্যাণ হয় না । কল্যাণ হবে তখনই যখন তোমরা বাচ্চারা একজন অন্যজনকে সাবধান করবে । স্বদর্শন চক্রধারী অক্ষরে সবকিছুই এসে যায় । বাবার পরিচয়, পদের পরিচয়, চক্রেরও পরিচয় এসে গেছে । তাই প্রথম দায়িত্ব হলো, একজন অন্যজনকে সাবধান করা । স্মরণ করিয়ে দিলে সাবধান হয়ে যাবে । প্রতি মুহূর্তে একে অপরকে সাবধান করতে হবে । বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করতে থাকো । তোমরা হলে স্বদর্শন চক্রধারী, নিজেকে অশরীরি মনে করে অশরীরি বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । স্মরণ অর্থাৎ যোগ । যোগেই তোমাদের শরীর নিরোগী হয় । এ হলো এখনের পুরুষার্থ । অন্তিম সময়ে যখন একদম কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে তখনই তোমরা নিরোগী হতে পারবে । এখন তো তোমরা পুরুষার্থী । এখন বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন কেননা তিনি জানেন বাচ্চারা অবুঝ । যখন মানুষ দেবতা ইত্যাদির পূজা করে, তারা জানে না তাঁদের কাজ কি, তাই তোমাদের বোঝাতে হবে - আমরা সকলের বায়োগ্রাফি বলতে পারি । প্রথমে তো মুখ্য পরমপিতা পরমাত্মাকে জানতে হবে । এতেও অনেক মানুষ দ্বিধায় পড়ে যায় । তারা বলে পরমাত্মার কোনো নাম রূপ নেই । তাহলে প্রথম মুখ্য কথাই হলো, আত্মা - পরমাত্মার ভেদাভেদ আর জ্ঞানের বর্ণনা করা । এ তো তোমরা জানো যে সকলেই আত্মা । পুণ্য আত্মা বা পাপ আত্মা বলা হয় । পাপ পরমাত্মা -- এই কথা কেউ বলবে না । এ তো পতিত দুনিয়া, তাই না । পরমাত্মা তো পতিত হন না, তাই মানুষকে প্রথমে আত্মাকে জানতে হবে, কেননা আত্মার জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যেই নেই । আত্মাই শোনে, আত্মাই খাওয়া - দাওয়া করে, সমস্ত কিছুই আত্মা করে এই অরগ্যান্সের দ্বারা । আত্মার রূপ কি ? বলা হয় -- ভ্রুকুটির ভিতরে ঝলমলে এক আজব তারা । তাই আত্মার রূপ তো বোঝাতে হবে । আত্মার রূপ তো এতো বড় কিছু নয় । অতি সুক্ষ্ম । আত্মার রূপ হলো জিরো বা বিন্দু, এই বলা হয় । এখন এর উপরও বিচার করার প্রয়োজন যে, আত্মা কতো সুক্ষ্ম । মানুষ জিজ্ঞেস করে, আত্মা কি করে শরীর

থেকে নির্গত হয় ? কোথা থেকে নির্গত হয় ? কেউ বলে মাথার খুলি থেকে বের হয়ে যায়, কেউ বলে চোখ দিয়ে বের হয়ে যায় ---- কারণ, দরজা তো অনেকই আছে, তাই না । কিন্তু আত্মা কি জিনিস, তা জানা বড়ই আশ্চর্যজনক । তাই মানুষ জিজ্ঞেস করে, আত্মা কিভাবে বের হয়, কিন্তু এই কথা বলে না যে আত্মা কিভাবে আসে ? কিন্তু প্রথমে জানতে হবে, আত্মা কি জিনিস । কতো ছোটো আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে । এই কথা হলো খুবই আশ্চর্যজনক । আত্মা হলো বরাবর তারার মতো । তাকে বড় বলা যাবে না । এরোপ্লেন উপরে গেলে তাকে অনেক ছোটো মনে হয় । কিন্তু আত্মা কখনোই বড় হয় না । তার তো একই রূপ । তাই প্রথমে এই আত্মাকে জানতে হবে । আমি আত্মা, কিভাবে এই শরীরে প্রবেশ করি । যদিও কারোর কারোর সাক্ষাৎকার হয়, যেন তারার মতো । সেই ছোটো আত্মার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান ভরা আছে । আত্মা হলো সেই একই । এ হলো খুবই আশ্চর্যের । পরমাত্মার রূপও কেউই জানে না । বাস্তবে আত্মাও যেমন, পরমপিতা পরমাত্মাও তেমন । তিনিও বাবা । যদিও এখানে বাবা আর বাচ্চা ছোটো - বড় হয়, কিন্তু আত্মা ছোটো বড় হতে পারে না । আত্মা এবং পরমাত্মার রূপের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই । বাকি দুজনের পার্ট আর সংস্কারের মধ্যে প্রভেদ আছে । বাবা বোঝান - আমার মধ্যে কি সংস্কার আছে । তোমাদের আত্মাদের মধ্যে কি সংস্কার আছে ? মনুষ্য আত্মা আর পরমাত্মার রূপকে না জানার কারণে, আত্মা - পরমাত্মা এক বলে দেয় । বড় ঘোঁট পাকিয়ে দিয়েছে । এ জানা খুবই প্রয়োজন । পরমাত্মাও আছেন, ব্রহ্মা - বিষ্ণু এবং শঙ্করও আছেন, এদের সবার মধ্যে আত্মা আছে । জগদম্বা সরস্বতীকে জ্ঞানের দেবী বলা হয় । তাই অবশ্যই সরস্বতীর আত্মার মধ্যেই এই জ্ঞান থাকবে । কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন্ জ্ঞান আছে, তা কিন্তু কেউ জানে না । তারা কেবল বলে দেয়, জ্ঞানের দেবী । কাগজে আর্টিকল ইত্যাদি পড়ে তো তার উপর বোঝানো উচিত । তোমরা বলো যে সরস্বতী হলেন জ্ঞানের দেবী কিন্তু তিনি কোন্ জ্ঞান দিয়েছিলেন ? কখন দিয়েছিলেন ? তিনি অবশ্যই ভগবানের থেকেই জ্ঞান পেয়েছিলেন, তাই না । এই ভগবানের রূপ কেমন ? জ্ঞানের দেবী - এই নাম কিভাবে এলো ? জ্ঞানী তো ভগবান । তিনি সরস্বতীকে কিভাবে জ্ঞানের দেবী বানিয়েছিলেন ? এই এক কথাতেই কাউকে সঙ্গমে এনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া উচিত ।

বাবা বলেন, আমি বোঝাই, বাকি লেখার জন্য তো সঞ্জয় (জগদীশ ভাই নিমিত্ত) আছে । ইনি হলেন এক নম্বর মুখ্য অ্যাক্টর । এনার তো বাবার সঙ্গে রাইট হ্যান্ড হওয়া উচিত । কিন্তু ড্রামার ভবিষ্যৎ এমনই যে এনাকে দিল্লীতেও থাকতে হয় । আগের কল্পের মতোই পার্ট । অর্জুনের নামেই মুখ্য গায়ন আছে । এখন তোমরা বাচ্চারা সমস্ত কথার অর্থ বুঝতে পারো । প্রথমে তো আত্মা - পরমাত্মাকে বোঝাতে হবে ।

বাবা বাচ্চাদের বুঝিয়েছেন - আত্মা হলো তারার মতো । তার মধ্যে সমস্ত জ্ঞান কভাবে ভরা আছে । এ কোনো বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পারবে না । আত্মার মধ্যেই সমস্ত সংস্কার থাকে । এখন আত্মা তো হলো স্টার বা তারা । আচ্ছা, পরমাত্মার রূপ কি ? তিনি তো পরম আত্মাই । প্রভেদ কিছু নেই । মানুষ যেমন মহিমা করে, হাজার সূর্যের থেকেও তেজোময়, এমন কিছু নয় । বাবা বলেন, কেবল তোমাদের আত্মার মধ্যে নলেজ নেই, আমি পরমাত্মা হলাম নলেজফুল - ব্যস, এই প্রভেদ । মায়া তোমাদের আত্মাকে পতিত বানিয়ে দিয়েছে । বাকি এ কোনো বাতি নয় যা নিভে গেছে । কেবল আত্মার থেকে জ্ঞান বেরিয়ে গেছে - বাবা আর রচনার । তাই এখন তোমরা জ্ঞান পাচ্ছো । বাবার মধ্যেই জ্ঞান আছে, তিনিও আত্মা । কোনো বড় কিছু নন । তাঁকেও নলেজফুল আর সরস্বতীকেও

নলেজফুল বলা হয় । এখন তিনি জ্ঞান কখন পেয়েছিলেন ? সরস্বতী কার সন্তান ? এ কেউই জানে না । তাই মনে এই কথা আসা উচিত যে, ওদের কিভাবে বোঝাবো । পরমাত্মা বাবা কে, তাও বোঝানো উচিত যে তিনিও স্টারের মতো, তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে । গড ফাদার হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । তিনি সবার, এই বেহদের বাবা । তিনি হলেন সত্, চৈতন্য, তাঁর মধ্যেই প্রকৃত জ্ঞান আছে । তাঁকে সত্য বলা হয় । আর কারোর মধ্যেই এই সত্য জ্ঞান নেই । এক বাবাই হলেন রচয়িতা । তাই সম্পূর্ণ রচনার জ্ঞানও তাঁরই মধ্যেই আছে । তিনি তো ঝাড়ের বীজরূপ, তাই না । আত্মা হলো চৈতন্য । শরীর তো জড় । যখন আত্মা আসে তখন এই শরীর চৈতন্য হয় । তাই বাবা বোঝান, আমিও তাই । আত্মা কখনোই ছোটো বা বড় হতে পারে না । তোমরা যেমন আত্মা তেমনই পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, তাঁর মহিমা সবার থেকে উঁচু । তিনি হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । মানুষই তাঁকে স্মরণ করে । এ তো জানেই যে, বাবা উপরে থাকে । আত্মা এই শরীরের মাধ্যমেই বলে, হে পরমপিতা পরমাত্মা । মানুষ এই কথা জানে না কেননা, দেহ অভিমানী । তোমরা সবাই দেহী – অভিমানী হয়েছো । তোমরা নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো । তোমরা জানো যে, নিরাকারকেই গড বলা হয় । আমরা তাঁর সন্তান । সেই গড এসেই এই জ্ঞান দেন । তাঁকে নলেজফুল, ব্লিসফুল বলা হয় । তাঁকে দয়ার সাগর, শান্তির সাগর, সুখের সাগর -- এই মহিমা করা হয়েছে । তাই অবশ্যই বাবার থেকেই বাচ্চাদের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । উঁনি কোনো সময় এসে এই আশীর্বাদী বর্সা দিয়েছিলেন, তাই তো তাঁর মহিমা করা হয় । দেবতাদের মহিমা আলাদা । বাবার মহিমা আলাদা । সমস্ত আত্মাদের তিনি বাবা । ক্রিয়েটর হওয়ার কারণে তাঁকে বীজরূপ বলা হয় । প্রথমে বাবার পরিচয় দিতে হবে । শাস্ত্রে দেখানো হয় অঙ্গুষ্ঠ সমান । আমরা বলি তিনি জ্যোতির্বিন্দু । চিত্রও বানানো হয়েছে । কিন্তু এতো বড় তো তিনি নন । তিনি তো অতি সূক্ষ্ম । তাহলে কি বোঝাবে ? তোমাদের জিজ্ঞেস করবে চিত্রে এতো বড় রূপ কেন দেখানো হয়েছে ? বলো, না হলে কি রাখা হবে ? তিনি তো এক বিন্দু, তাহলে কিভাবে তাঁর পূজা করা হবে । তাঁর উপর দুধ কিভাবে ঢালবে ? পূজা করার জন্য এই রূপ বানানো হয়েছে । বাকি তোমরা জানো যে, তিনি হলেন পরমপিতা, পরম আত্মা,পরমধাম নিবাসী । ওই পরমধাম হলো আমাদের মিষ্টি ঘর । নিরাকারী দুনিয়া, মূল বতন, সুক্ষ্ম বতন আর স্থূল বতন । বাবা নিরাকারী দুনিয়াতে থাকেন । আত্মা বলে, আমি নির্বাণধামে যাবো । যেখানে এই শরীর থাকে না । আত্মা এসেই শরীর ধারণ করে । এখন এইকথা কিভাবে বোঝানো হবে যে, আত্মা কিভাবে যায় । এ তো জানে যে, শরীরের পিণ্ডে আত্মার প্রবেশ হলেই সেই শরীর চৈতন্য হয়ে যায় । এ কতো সূক্ষ্ম জিনিস । ওর মধ্যেই সমস্ত সংস্কার ভরা থাকে । এরপর এক এক জন্মের সংস্কার প্রকট হয়ে যাবে । তাই বাবা বুঝিয়ে বলেন, প্রতি কথাকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । সরস্বতীর বিষয়েও বোঝাতে পারো । তিনি কার সন্তান ? এই সময় তোমাদের তো দেব – দেবী বলা যাবে না । সরস্বতী হলেন ব্রহ্মার সন্তান । তাই তিনিও অবশ্যই জ্ঞানের দেবীই হলেন । ব্রহ্মা তাঁর মুখ কমল দিয়ে জ্ঞান দিয়েছেন দেখানো হয়েছে । তাই ব্রহ্মারও তো নাম আছে তাই না । এই সময় তোমরা হলে ব্রাহ্মণ । যদিও আত্মা পবিত্র হয়ে যায় কিন্তু শরীর তো পবিত্র হতে পারে না । এ হলো তমোপ্রধান শরীর । তাই বাবা বোঝান – বাচ্চারা, একজন অন্যজনকে সাবধান করে উন্নতি পেতে হবে । বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো কি ? স্বদর্শন চক্রকে স্মরণ করো কি ? বাবা বলেন, একজনও এমন সাবধানী দেন না । বাবাকে স্মরণ করতে করতে নিদ্রাজয়ী হতে হবে, এতেও তো অনেক উপার্জন । এই উপার্জনে কখনোই পরিশ্রম হয় না । কিন্তু স্থূল কাজও তো করতে হয় তাই পরিশ্রান্ত হয়ে যাও ।

বাবা বোঝান, রাতে জেগেও বাবার সঙ্গে কথা বলে, জ্ঞানের সাগরে ডুব দিতে হবে । যেমন কোনো পশু জলে ডুবে থাকে । তাই এমন জ্ঞান ডুব দিলে, বিচার সাগর মন্থন করলে দেখবে, অনেক পয়েন্টস আসবে । কোথা থেকে বের হয়ে আসবে । একে বলা হয় রাত জেগে বিচার সাগর মন্থন করা । মানুষ কিছুই জানে না, তাদের বোঝাতে হবে । বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর থেকে আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় । যারা সত্যযুগের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলেন, তারা অবশ্যই এই আশীর্বাদী বর্সা তো পেয়েছে । এখন সম্পূর্ণ রাজধানী কিভাবে এই বর্সা পাবে । কলিযুগ থেকে সত্যযুগ হতে তো দেরী লাগে না । রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন আসে । কোথায় এই আয়রন এজ পৃথিবী দুঃখধাম আর কোথায় সেই সুখধাম । ব্রহ্মার দিন আর ব্রহ্মার রাত - কতো প্রভেদ । এখন তোমরা গড ফাদারের থেকে জ্ঞান পাচ্ছো । সরস্বতী কি করতেন ? কেউই জানে না । ব্যস জ্ঞানের দেবী সরস্বতীর চিত্র পেয়েই খুশী হয়ে গেছে । তাই তাদের সাবধান করতে হয় । পরমাত্মার পরিচয় দিতে হবে । এরপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের পরিচয়ও দিতে হবে । বাবা এসে এই জ্ঞান দিয়েই নর থেকে নারায়ণ বানিয়েছিলেন । অনেক যুক্তির সঙ্গে প্রত্যেকেরই অকুপেশন বলতে হবে । সরস্বতীও ব্রহ্মামুখ বংশাবলী । তাই অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মা এসেছিলেন, আর তিনি ব্রহ্মার দ্বারা মুখ বংশাবলী রচনা করেছিলেন । সবার প্রথমে তিনি এই জ্ঞান কাকে দিয়েছিলেন ? বলা হয়, জ্ঞানের কলসী সরস্বতীকে দিয়েছিলেন । মাঝখান থেকে ব্রহ্মার লুপ্ত করে দিয়েছে । এ কেউই জানে না যে, তিনি ব্রহ্মার শরীরে এসে মায়েদের এই জ্ঞানের কলসী দিয়েছিলেন, তাহলে অবশ্যই ব্রহ্মাও শুনেছেন, তাই না । ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্রও দেখানো হয় । ব্রহ্মার মত বিখ্যাত । তাহলে তিনিও সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সারের মতই দিয়েছিলেন । ব্রহ্মার দ্বারা শিববাবা বোঝান । ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছেন ? এই রথ কোথা থেকে এসেছে ? কেউই তা জানে না । বাবা এখন তা বলেছেন যা তোমরা বোঝাতে পারো । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার --

১) রাত জেগে জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে । জ্ঞানের সাগরে ডুব দিতে হবে । বাবাকে স্মরণ করে নিদ্রাজয়ী হতে হবে ।

২) স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকবে । নিজেদের মধ্যে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করিয়ে একজন অপরজনকে সাবধান করে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে হবে ।

বরদান :- নিজের সহযোগের স্টকের দ্বারা সমস্ত কাজে সফলতা প্রাপ্ত করে মাস্টার দাতা হও

সেবার অবিনাশী সফলতার জন্য মাস্টার দাতা হয়ে সবাইকে সহযোগ দাও । বিগড়ে যাওয়া কাজ, বিগড়ে যাওয়া সংস্কার, বিগড়ে যাওয়া মুডকে শুভ ভাবনার দ্বারা ঠিক করার জন্য সর্বদা সকলের সহযোগী হওয়া - এই হলো বড়র থেকে বড় দান । ও এই বলেছে বা এই করেছে, এ দেখে - শুনে বা বুঝেও নিজের সহযোগের স্টকের দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে । কারোর কাছে কোনো শক্তির কম যদি অনুভব করো, তখন নিজের সহযোগের দ্বারা সেই জায়গা পূরণ করে দেওয়া -- এই হলো মাস্টার দাতা হওয়া ।

স্লোগান – সদা হর্ষিত থাকতে হলে এই বিশ্ব ড্রামার প্রতিটি দৃশ্যকে সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো।